দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

180

শিক্ষাঙ্গন

প্রাইভেট টিউশানি ঃ দায়ী কে?

প্রাইভেট টিউশানি প্রথাকে যথেচ্ছভাবে, একচোখাভাবে সমালোচনা করা বর্তমানে একটি সৌখিন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সমালোচনার ধার ও বহর দেখে মনে হয়, প্রাইভেট টিউশানির মতো ক্ষতিজনক কাজ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু কেনো এই প্রথার এতো প্রসার, এতো অপ্রতিরোধ্য প্রতিপত্তি, সেই অপ্রিয় সত্যের সাথে সম্পৃক্ত অচলায়তনের অন্তরালের খবর, তথ্য-সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা একবারও কেউ করছেন না।

প্রাইভেট টিউশানি প্রথা নীতিগতভাবে অবশ্যই ক্ষতিকর বলে মনে করি। এতে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত মেধা ও সৃজনী প্রতিভার বিকাশ অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস হারিয়ে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাছাড়া, বিষয়টির সাথে আর্থিক সুবিধা জড়িত থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে একটি ব্যবসায়িক প্রবণতা প্রকটভাবে থাবা বিস্তার করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শ্লথ গতিসম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে পাঠদানের চেয়ে টিউশানির দিকেই অধিক মনোযোগী হয়ে পড়েন।

এসব বাস্তব অভিযোগ উত্থাপনের পরেও কথা থেকে যায়। এই প্রথার জন্য কি শুধু টিউটরই দায়ী? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা কি এরজন্য মোটেই দায়ী নয়?

একিয়ে দেখুন, প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিশালবপু সিলেবাসের দিকে। আমি মনে করি, সমস্যার আসল কলকাঠি ঐ সিলেবাস প্রণেতাদের হাতেই। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষাবিভাগ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষেরই হাতে। টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ আর কোনো প্রভাবশালী, কৌশল মহলের ইশারা-ইঙ্গিতে চলাফেরা করেন কি-না তা আমাদের জানা না থাকলেও বলব, এই বিশালাকার সিলেবাস একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে আত্মস্থ করা সম্ভব কি-না তা কর্তৃপক্ষ একবারও ভেবে দেখেননি। এর সাথে আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আছে শিক্ষা প্রশাসনের বিষয়টি। এই দুই কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারা ও কাজের সু-সমন্বয় না হওয়ায় শিক্ষা জিনিসটি শিক্ষার্থীর কাছে এক ভয়াবহ 'ভীতি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

কথাটি আরও খোলাসা করে বলা প্রয়োজন বলে মনে করি। স্কুলে পাঠদানের জন্য প্রতি ক্লাসে সময় থাকে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট। এর মধ্যে রোল কল, বাড়ীর কাজ দেখা ও পাঠদান সবই অন্তর্ভুক্ত। এসব কাজের পর ক্লাসে শিক্ষক কতটুকু সময় পান পাঠদানের জন্য? বড় জোর ৩০ মিনিট কিংবা তারও কম। এই সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে কতটুকু পাঠদান সম্ভব? যদি শ্রেণীকক্ষেই শিক্ষার্থীদের সমস্ত পাঠ আত্মস্থ করার উপযোগী করে পাঠদান করতে হয় তাহলে একজন শিক্ষক ঐ সীমিত সময়ে যে সামান্য পরিমাণ পাঠদান করতে সক্ষম হবেন সেই হারে এবং গতিতে চলতে থাকলে একটি শিক্ষাবর্ষে বৃহদাকার সিলেবাসের এক চতুর্থাংশও শেষ হবে কি-না সন্দেহ। কিন্তু পরীক্ষাতো হবে পুরো বইয়ের ওপর। এমতাবস্থায় শিক্ষক কি প্রকৃত শিক্ষাদানের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্লাসেই পড়া তৈরী করিয়ে যাবেন ছাত্র-ছাত্রীদের না-কি 'কোর্স ইনকমপ্লিট'-এর অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পাঠদানের ক্ষেত্রে রেসের ঘোড়া হাঁকিয়ে দেবেন? পেশাগত সুনাম এবং চাকুরী রক্ষার খাতিরে শিক্ষক দ্বিতীয় পন্থাটিই বেছে নেবেন এবং নিচ্ছেনও তাই। আর স্কুলে যখন বাস্তব কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করিয়ে দেয়া যাচ্ছে না, তখন শিক্ষার্থীরা কি অসহায়ভাবে বসে থেকে পরীক্ষার খাতায় বড় বড় রসগোল্লা পাবে, না-কি অভিভাবকরা বিকল্প চিন্তা করবেন? বিকল্প চিন্তা করাটাই স্বাভাবিক। কারণ কে চায় নিজের ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় ফেল করুক? আমরা কেউই তা চাই না। আমাদের এমনি অসহায় অবস্থায়ই কিন্তু টিউটরের আগমন। তিনি কিন্তু নিজে এই নাজুক অবস্থা সৃষ্টি করে 'টিউশানি' নামক সওদাগরী হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন না; আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অব্যবস্থাই তাঁকে এই সুযোগটি করে দিয়েছে। আমরা অভিভাবকরা যখন সবাই চাইছি, আমাদের সন্তানরা ভালোভাবে পাস্ দিক, বড় বড় চাকুরী লাভ করুক, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক, তখনতো স্কুলে পড়া হয় না, কেনো হয় না, সেই সমস্যা ও কূটতর্কের জালে জড়িয়ে কেউ অযথা সময় নষ্ট করতে চাইব না! তখন আমরাই দৌড়াবো টিউটরের খোঁজে।

কারণ, একজন টিউটর পারবেন বিশালায়তন সিলেবাসটি কোনোরকমে শেষ করতে। এতে নীতিগত যত অপরাধই ঘটুক না কেনো, শিক্ষার্থীরা কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে; অভিভাবকরাও ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ খোলাসা মনে করে নিশ্চিত হচ্ছেন। এই ডাইরেক্ট লাভটাকে কে ছোট করে দেখতে পারে? এই প্রেক্ষিতে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারিঃ বর্তমানের বিশালায়তন সিলেবাস এবং স্কুলে স্বল্পকালীন পিরিয়ড ব্যবস্থা চালু থাকলে প্রাইভেট টিউটর ছাড়া খুব কমসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীরই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। এই বক্তব্য প্রাইমারীর চেয়ে হাই স্কুলের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য। হাই স্কুলের উপরের শ্রেণীতে যে সিলেবাস তার পুরোটা শ্রেণীতে যথাযথভাবে পাঠদানের মাধ্যমে আত্মস্থ করানো একেবারেই অসম্ভব। কেনো অসম্ভব, তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি।

শিক্ষা ব্যবস্থার এই অচলায়তন ভাঙবে কে? শিক্ষা বিভাগ না-কি টেক্সটবুক বোর্ড? আসলে উভয়েরই চিন্তাধারা ও কার্যধারাকে সুসমন্বিত করেই এই নাজুক অবস্থার অবসান ঘটানো সম্ভব। বিদ্যালয়ের পাঠদান ক্যাপাসিটির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সিলেবাস প্রণীত হবে; নতুবা সিলেবাসের ভলিউমের দিকে লক্ষ্য রেখে, বাস্তবতার নিরীখেই বিদ্যালয়ের পিরিয়ড বিন্যাস করতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও সুষ্ঠু বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দিকটিতো রয়েছেই। এটা করা গেলে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল গলদ দূর হবে; আর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে যদি বিদ্যালয়েই পূর্ণভাবে পাঠ আত্মস্থ করানো সম্ভব হয়, তাহলে প্রাইভেট টিউটরকে ডাকবে কে?

—মুস্তফা মাসুদ